সংগ্রাম

তারিখ: ১২/০২/২০২৬ (পৃ:০৬)

ব্রি অর্গানিক ফার্টিলাইজার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে ব্রি এবং এসিআই এর এমওইউ স্বাক্ষর

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর : 'ব্রি অর্গানিক ফার্টিলাইজার' উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এবং অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (এসিআই) পিএলসি এর মধ্যেএকটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। রবিবার ব্রি সদরদপ্তরে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে ব্রির পক্ষে মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান এবং এসিআই এর পক্ষে গ্রুপ অ্যাডভাইজার ড. ফা হ আনসারী স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্রির পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্রির পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. মুন্নুজান খানম, ব্রি বিজ্ঞানী সমিতির সভাপতি ড. মো. ইব্রাহিম, সাধারণ সম্পাদক ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মুকুলসহ সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীগণ এবং এসিআই এর ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (ফার্টিলাইজার) মো. বশির আহমদ।

ব্রি সূত্র জানায়, ব্রির মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ পরিবেশ বান্ধব ১০টি ব্যাকটেরিয়া, বাজারের কাঁচা শাক-সবজির অবশিষ্টাংশ, রান্নাঘরের পচনশীল বজর্য পদার্থ, রক ফসফেট (শতকরা ৫ ভাগ) ও বায়োচার (শতকরা ১৫ ভাগ) মিশিয়ে ব্রি-অর্গানিক ফার্টিলাইজার উদ্ভাবন করেছে।

'ব্রি অর্গানিক ফার্টিলাইজার'ব্যবহারের ফলে মাটির জৈব কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, পানি ধারণক্ষমতা উন্নত হয় এবং উপকারী অণুজীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যা গাছের শিকড়কে আরও শক্তিশালী করে। দীর্ঘমেয়াদে এটি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং ধান উৎপাদনে টেকসই ফলন নিশ্চিত করে। পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ ও গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের মাধ্যমে টেকসই কৃষি ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ব্রি সূত্র আরো জানায়, বর্তমানে দেশে ধান উৎপাদনে ইউরিয়া ও ফসফেট সারে সরকারকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি প্রদান করতে হয়। সংশ্লিষ্টদের মতে, জাতীয় পর্যায়ে'ব্রি অর্গানিক ফার্টিলাইজার' এর ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে ধান চাষে ফসফেট সার সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া এবং ইউরিয়া সারের ব্যবহার প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব হবে। এর ফলে সরকারের সার ভর্তুকি ব্যয় উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাবে।

যায়যায়দিন

তারিখঃ ১১/০২/২০২৬ (পৃঃ০৫)

শস্য ভান্ডারে যুক্ত হলো ছয়টি নতুন ধানের জাত

নূরে আলম

দেশের শস্য ভান্ডারে যুক্ত হলো দুটি হাইব্রিডসহ মোট ছয়টি নতুন উচ্চফলনশীল ধানের জাত। গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খৃ. (বৃহস্পতিবার) কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১৫তম সভায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (বৃ) উদ্ভাবিত এসব জাত দেশব্যাপী চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

নতুন অবমুক্ত জাতগুলোর মধ্যে এলএসটিডি (নতুন ছয়টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে স্থান ভিত্তিক ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিদ্যমান গবেষণার উন্নয়ন) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত তিনটি জাত হলো বৃ ধান ১১৬, বৃ ধান ১১৭ এবং বৃ হাইব্রিড ধান ১০। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বৃর মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৃ'র মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান তার বক্তব্যে বলেন, 'বৃ ধান ১১৬, বৃ ধান ১১৭ এবং বৃ হাইব্রিড ধান ১০ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই জাতগুলো উচ্চ ফলন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং কৃষকের মাঠে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স নিশ্চিত করবে।'

বৃ'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, 'এই জাতগুলো উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গবেষণা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের যাচাই পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ বৈজ্ঞানিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বৃ ধান ১১৬, বৃ ধান ১১৭ এবং বৃ হাইব্রিড ধান ১০ কৃষকদের জন্য টেকসই, লাভজনক এবং

সময়োপযোগী বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হবে।'

পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. মুন্নুজান খানম বলেন, 'বৃ'র গবেষণা কার্যক্রমে কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ফলে এলএসটিডি প্রকল্পের মতো বৃহৎ উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। নব-অবমুক্ত ধানের জাতগুলোকে উপযুক্ত এগ্রো-ইকোলজিকাল জোন ও শস্যবিন্যাসে সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে এসব জাতের জনপ্রিয়করণে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।'

উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. খোন্দকার মো. ইফতেখারুদ্দৌলা তার বক্তব্যে বলেন, 'বৃ ধান ১১৬ ও বৃ ধান ১১৭ উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ফলন বৃদ্ধি, দানার গুণগত মান, রোগ সহনশীলতা এবং পরিবেশগত অভিযোজন- এই চারটি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জাত দুটি দেশের বিভিন্ন এগ্রো ইকোলজিকাল জোনে চাষের উপযোগী হওয়ায় কৃষকের ঝুকি কমবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।'

তিনি আরো বলেন, 'এই সাফল্য উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগসহ বৃর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগ এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের গবেষণা, ধারাবাহিক নির্বাচন এবং দলগত প্রচেষ্টার ফল।'

হাইব্রিড রাইস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মো. জামিল হাসান বৃ হাইব্রিড ধান ১০ সম্পর্কে বলেন, 'বৃ হাইব্রিড ধান ১০ একটি মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল, লজিং টলারেন্ট ও উচ্চফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত। আধুনিক হাইব্রিড প্রজনন প্রযুক্তি ব্যবহার করে উদ্ভাবিত এই জাতটি ঝড়-বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় ঢলে পড়ার ঝুকি কমাবে এবং লবণাক্ত এলাকাসহ কৃষকের মাঠে স্থিতিশীল ফলন নিশ্চিত করবে।'

তিনি আরো বলেন, 'এই জাত উদ্ভাবনে হাইব্রিড রাইস বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের বিজ্ঞানীদের নিরলস গবেষণা ও সমন্বিত প্রচেষ্টা রয়েছে, যা দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।'

এলএসটিডি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আনোয়ার হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, 'এই সাফল্য কোনো একক ব্যক্তির নয়; এটি বৃ'র সংশ্লিষ্ট সব বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারি ও শ্রমিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। আমি জাত উদ্ভাবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রাধন, বৃ কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট সব বিজ্ঞানীসহ বৃ পরিবারের সব বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারি ও শ্রমিককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।'

উল্লেখ্য, নতুন অবমুক্ত ছয়টি জাতের মধ্যে রয়েছে- একটি ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ কালো চালের জাত, একটি লবণাক্ততা সহনশীল ও ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী জাত, একটি হাওর অঞ্চলের উপযোগী ঠান্ডা সহনশীল জাত এবং দুটি লজিং টলারেন্ট হাইব্রিড জাত।

সর্বশেষ এই ছয়টি জাত যুক্ত হওয়ায় বৃ উদ্ভাবিত ধানের জাতের সংখ্যা দাড়িয়েছে ১২৭টিতে। বৃ উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌছানোর ফলে বর্তমানে বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। স্বাধীনতার পর মাথা পিছু জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেলেও খাদ্য উৎপাদনে দেশের এই অগ্রগতি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে।